লেখকের কথা ও সমকালের গল্প

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা ও সম্পাদনা

সুশান্ত পাল

পুনশ্চ

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়:
চেতনার বিবিধ সংলাপ

লে খ কে র ক থা

- গল্প লেখার গল্প ৬৯
- কেন লিখি ৭৪
- সাহিত্য করার আগে ৭৫
- লেখকের সমস্যা ৮৪
- প্রতিভা ৯১
- নিজের কথা ৯৫
- উপন্যাসের ধারা ৯৬
- নতুন জীবন ১০১
- প্রেস মালিকদের ষড়যন্ত্র ১০৪
- সাহিত্য-সমালোচনা প্রসঙ্গ ১০৬
- বক্সা ক্যাম্পে শিল্পী-সাহিত্যিক ১১৩
- সাহিত্যিক ও গুন্ডামি ১১৫
- ভারতের মর্মবাণী ১১৬
- পাঠকগোষ্ঠীর আলোচনা ১১৯
- প্রগতি সাহিত্য ১২৫
- বাংলা প্রগতি-সাহিত্যের আত্মসমালোচনা ১৩০

স ম কা লে র গ ল্প

- অতসী মামি ১৩৫
- নেকি ১৫২
- সর্পিল ১৭৩
- আত্মহত্যার অধিকার ১৮৮
- প্রাগৈতিহাসিক ১৯৯

ফাঁসি	২১০
টিকটিকি	২২২
শৈলজ শিলা	২২৯
মহাজন	২৩৮
মমতাদি	২৪৫
মহাকালের জটার জট	২৫৭
প্যাঁক	২৭০
নদীর বিদ্রোহ	২৭৭
সরীসৃপ	২৮০
কেরানির বউ	৩০৬
কুষ্ঠরোগীর বউ	৩১৪
সমুদ্রের স্বাদ	৩২৭
রোমান্স	৩৩৪
হলুদ পোড়া	৩৪২
আজ কাল পরশুর গল্প	৩৫০
দুঃশাসনীয়	৩৬২
নমুনা	৩৭০
যাকে ঘুস দিতে হয়	৩৭৭
সাড়ে সাত সের চাল	৩৮১
রাসের মেলা	৩৮৪
মাসিপিসি	৩৯৫
শিল্পী	৪০৩
কংক্রিট	৪১০
টিচার	৪১৯
ছিনিয়ে খায়নি কেন	৪২৬
পেরানটা	৪৩৪
হারাণের নাতজামাই	৪৪০
বাগ্‌দিপাড়া দিয়ে	৪৫০
ছোটোবকুলপুরের যাত্রী	৪৫৫
আর না কান্না	৪৬২
লাজুকলতা	৪৬৭
পাসফেল	৪৭৪
সুবালা	৪৮০
কে বাঁচায়, কে বাঁচে	৪৮৭
কালোবাজারের প্রেমের দর	৪৯২

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: চেতনার বিবিধ সংলাপ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সন্নিহিত সময়। সর্বগ্রাসী ভাঙনে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে ব্যক্তি। উন্মূলন অস্তিত্বের দুরারোগ্য অসুখে এগিয়ে চলেছে বিনাশের দিকে; ক্লেদ, বিকার, ক্ষয়ে নিমজ্জিত হতে হতে। কিন্তু কেন? বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হলেন 'কলম-পেষা মজুর' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় সমাজবাস্তবতাবাদের প্রথম সার্থক রূপকার। বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি, মোহমুক্ত দৃষ্টিপাতে সমাজ ও ব্যক্তির গহনে নিরন্তর অনুসন্ধানে ব্রতী হলেন। 'কেন-রোগের' এক অনিস্তার তাড়না উপর্যুপরি জন্ম দিতে লাগল প্রশ্নের। সমাজের মাটি, জল, আবহাওয়ায় বেড়ে উঠে ব্যক্তি বিকারের ভ্রূণ মহাজটে জড়িয়ে যায়; কেন? সামাজিক পরিপার্শ্ব মানুষকে অস্বাভাবিক করে, পুতুলনাচ নাচায়—তাই? নাকি নিঃসঙ্গতা, চৈতন্যের সংকট, বিকার আচ্ছন্নতা, অন্ধপ্রবৃত্তির অমোঘতা নিয়তি নির্দিষ্ট; মানুষ স্বভাবত প্রবৃত্তির ও সমাজচক্রের দাস। জীবন কি তবে নিরর্থক, মানুষিক সম্ভাবনার অপমৃত্যু অনিবার্য? মানুষের মুক্তি তবে কীভাবে, কোথায়? উত্তর খুঁজে চললেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিশ্বাস করেন, ব্যক্তি বিকৃতি অথবা সামাজিক অসংগতিকে ধিক্কারের মাধ্যমে শিল্পীর সৃজনশীল ভূমিকা সম্পূর্ণতা লাভ করে না। ফলত, তিনি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ, আবিষ্কার, বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় হলেন। দেখার চোখ সম্প্রসারিত হল দিন দিন। সামাজিক বিবর্তনের অঙ্গীভূত করে, শ্রেণি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার মাধ্যমে মানুষের নতুন জীবনবোধে উত্তরণের পথ খুঁজে পেলেন। সমসাময়িক আর্থ-রাজনীতিক বাস্তবতায় মার্কসবাদ দিল সেই বীক্ষা। ব্যক্তির নিরাময়ের অনির্বাণ তাগিদ বিষয় প্রকরণকে করল অ-স্থিত। জীবন জিজ্ঞাসার সঙ্গে সমাজ জিজ্ঞাসা অন্বিত হল। মানসিক বিকার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন থেকে ব্যক্তির মুক্তিস্পৃহায় শরিক মানুষ 'ক্রীড়নক' থেকে জীবন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকায় উঠে এল তাঁর কথাসাহিত্যে। দ্বন্দ্ব সংঘাতে টানটান সম্ভাবনার রুপালি রেখায় সংগ্রামমুখর এই জগৎ; তার স্রষ্টা যে জীবন ও সাহিত্যকে করেছেন একাকার। সামগ্রিক বাস্তবের অন্বেষণে ও অন্তঃস্রোত তাৎপর্যের অনুধাবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খনিত বাস্তবতা বাংলা সাহিত্যে তাই অদ্বিতীয়।

ফিরে দেখা যেতে পারে এই সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষিত সংলগ্ন সময়, তার বুকে প্রবহমান অকৃতনিশ্চয় মানুষের জীবন; কথাকার মানিকের শিল্পচেতনার আদ্যমূল থেকে বিবর্তিত পরম্পরা। বর্তমান সংকলনে আমাদের সহায় তাঁর নিবন্ধ সংকলন *লেখকের কথা* এবং যাপিত কালের চিহ্ন-বুকে চল্লিশটি গল্প। অবশ্য এ-কথা বলে নেওয়া ভালো যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাকার জীবনের জবানবন্দি, বিকশমান বন্ধুর চিন্তারাজি থেকে প্রত্যয়দৃঢ়

শানিত চেতনার পথরেখায় সমাকীর্ণ নিবন্ধাবলি কিন্তু তাঁর সময়-বিধৃত গল্পের সম্পূরক সহায়িকা নয়। তত্ত্বের প্রতিবিম্বে সংগঠিত ব্যাখ্যানে অগ্রসর হলে এক প্রাকব্যাপৃত (pre-occupied) মানস সংঘটন গল্প-জীবনের রসোপলব্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবন্ধকে পড়ব তাঁর বোধ ভাবনা উপলব্ধির যাতায়াত-নির্দিষ্ট পথের খোঁজ করতে; অনন্য গল্পপাঠে দেখব ভাঙনের দুর্মরতা, নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে কথাকার অবগাহন করছেন সময়ের বিপর্যাসে।

দুই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *লেখকের কথা* প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে, লেখকের মৃত্যুর অব্যবহিত বৎসরান্তে। ষোলোটি নিবন্ধের সংকলন, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০। লেখকের জীবদ্দশায় বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ও পারিবারিক ব্যক্তিগত সংগ্রহে থেকে যাওয়া বহু গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ 'লেখকের কথা'-য় নির্বাচিত হয়নি। কেন? সে-এক অন্য প্রশ্ন। তবু 'লেখকের কথা' অবলম্বন করে জানা যায় তাঁর অন্তর্জগতের টানাপোড়েন, বহির্বাস্তবের পরিবর্তমানতায় চৈতন্যের আলোড়ন, সকলরকম দৈন্যপীড়িত মানুষের সঙ্গে নিজেকে সমন্বিত করে জিজীবিষাকুল বৈজ্ঞানিক বীক্ষার আত্তীকরণ। সর্বোপরি, কেন তবে লেখালেখি? লিখনের আবশ্যিক শর্তাবলি। সবমিলিয়ে বাংলা সাহিত্যে এযাবৎ পঠিত তুলনারহিত বাস্তববাদ।

কীভাবে সেই জগৎ গড়ে ওঠে? বাংলা সাহিত্যে তা অ-তুলন কেন? প্রথমে দেখে নেব কথাসাহিত্যে বাস্তববাদের বহুবিচিত্র অভিমুখ, পরস্পরছেদী পথরেখা উৎস থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অবধি। কেননা, দুই কালপর্ব বিভাজনে তাঁর সাহিত্য সংজ্ঞায়িত হয়েছে বিশেষ বিশেষ মাত্রা বৈগুণ্যে—অভিনব বাস্তববাদ, প্রাকৃতিক বাস্তববাদ, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই জলঅচলতা আদৌ সমীচীন না যান্ত্রিক, বুঝে নিতে প্রয়োজন বহুধা বাস্তববাদে পরিচয় স্থাপন।

এখন তবে 'বাস্তব'-কথা

জীবনকে জীবনের মতো প্রতীয়মান করার অনুজ্ঞা থেকে সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হয়েছিল জীবন-সামগ্র্য রূপায়ণ। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বুর্জোয়া মানবতাবাদী ভাবাদর্শ ছিল মানবকেন্দ্রিক সাহিত্যের অনুপ্রাণনা। মানুষকে মুক্ত মানুষের ভূমিকায় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সামাজিক বহুমুখী গতি-পরিণতির কার্যকারণ, সামাজিক অনুশাসনের সংঘাত এক্ষেত্রে শিল্পীর উপাত্ত হয়ে ওঠে। উপাদান সংগৃহীত হয় চরিত্রের অন্তস্তল ও বহিরঙ্গের পরিবেশ থেকে। চরিত্র সমাজ ঘটনা সাবয়ব, সজীব, সচল, শরীরী করতে তখন শিল্পীর বাস্তব থেকে উপাদান সংগ্রহ ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। বাহ্য ও মানব চারিত্র্য আত্মীকরণের প্রক্রিয়ায় শিল্পী সঞ্চয় করে অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার শক্তি জোগায় অনুভবের শক্তি; যাকে বলা যেতে পারে বস্তুবাদের ভাষান্তর। র‍্যাল্‌ফ্ ফক্সের মন্তব্য :

পৃথিবীর একটা খাঁটি এবং বিশ্বাসযোগ্য চিত্র গড়ে তুলতে লেখক বা শিল্পীকে জড়িয়ে পড়তে হয় বাস্তবের সঙ্গে এক প্রবল সংঘাতে। এই সংঘাতের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সৃষ্টির তাবৎ রহস্য। শিল্পীর সমস্ত যন্ত্রণা এবং উদ্‌বেগ।

অথচ, বাস্তবতা একমাত্রিক নয়—উপরিতলে আপাত শান্ত, নিস্তরঙ্গ প্রপাত; স্তরান্তরে কুটিল ঘূর্ণন সংলগ্নতা। ফলে, প্রাথমিক ও আন্তর বাস্তবতায় সাহিত্যের সীমা নির্ধারিত হয়। আনুপূর্বিক বর্ণনায় পরিবেশকে আত্মসাৎ করে বাস্তবধর্মী সাহিত্য জীবনকে জীবনেরই অনুলিপিতে প্রকাশ করে। কিন্তু, বাস্তবের অবিকল প্রতিরূপ, জীবন ও প্রকৃতির নিষ্ক্রিয় প্রতিচ্ছায়া সাহিত্যকে নিষ্প্রাণ করে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় নির্বাচন, নিষ্কাশন, বহিষ্করণের; সাহিত্যিকের জীবনজিজ্ঞাসা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে। বাস্তবজ্ঞান ও বাস্তববোধ ব্যতিরেকে অখণ্ড জীবনের বহুরঙা সপ্রাণ ছবি আঁকা যায় না, বাস্তবের মায়া সৃজন করা যায় না।

বাস্তববাদী সাহিত্যের উপজীব্য সামাজিক মানুষের জীবন। বস্তুর অখণ্ড সত্যে দৃষ্টি পড়ে বাস্তববাদে; নিছক আমোদ-প্রমোদ বর্জন করে সমাজবদ্ধ মানুষ ও সামাজিক কাঠামোর প্রতি সাহিত্যিকের নিরন্তর পর্যবেক্ষণ বাস্তবতাবাদের আদ্যপ্রাণ। বাস্তবতা বুর্জোয়া শিল্পের বনিয়াদ, বাস্তববাদ যার তাত্ত্বিক প্রস্থান। সংজ্ঞায়িত করে বলা যায়—

Realism as a movement in Literature was based on 'objective reality', and focused on showing everyday, quotidian activities and life, primarily among middle or lower class Society, without romantic idealization or dramatization.

এক্ষেত্রে Kornelije Kvas-এর কথা আমাদের মনে রাখতে হবে—

the realistic figuration and re-figuration of reality form logical constructs that are similar to our usual notion of reality, without violating the principle of three types of laws–those of natural sciences, psychological and social ones.

বাস্তববাদী সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সূত্রায়িত করে বলা যায়, বাস্তববাদী সাহিত্য—

attempted to portray the lives, appearances, problems, customs, and mores of the middle and lower classes, of the unexceptional, the ordinary, the humble, and the unadorned. Indeed, they conscientiously set themselves to reproducing all the hitherto-ignored aspects of contemporary life and society– its mental attitudes, physical settings, and material conditions.

বাস্তববাদের চুম্বক

- আদর্শায়িত ও প্রত্যাশিত জীবনকল্পনার বিপ্রতীপ অবস্থান।
- কল্পনাপ্রবণতার পরিবর্তে জীবন ও প্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপন।
- প্রকাশভঙ্গি নৈর্ব্যক্তিক, সানুপুঙ্খ বর্ণনা ও বিশ্লেষণের সমবায়।
- নিরাসক্ত ভঙ্গি, অবিরাম পর্যবেক্ষণ ও সংগৃহীত অভিজ্ঞতার সংশ্লেষ।
- কাল-পরিসরে অবিচ্ছিন্ন মানুষ প্রধান অবলম্বন।
- মানুষ ও সমাজের পারস্পরিকতায় অখণ্ড জীবন রূপায়ণের প্রয়াস।
- উপজীব্য মানুষ 'অ-সাধারণ' নয় 'সাধারণ'; শ্রেণি পরিচয়ে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মুটে, মজুর, শ্রমিক, কৃষক, কর্মজীবী।
- সাধারণের জীবনের ঘটনা অতিসাধারণ, চমকবর্জিত।
- ভাষা আটপৌরে, শুচিতামুক্ত।
- প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্ত অপর মানুষ ও সমাজের বিরুদ্ধে অঘোষিত সংগ্রামে লিপ্ত, বহির্বাস্তব ও অন্তর্জাত ঝঞ্ঝায় ক্ষুব্ধ মানুষের মানসগহনের উন্মোচন।

পুঁজিবাদী দর্শনের শিল্পবোধ 'বাস্তবতা' থেকে ধনবাদী শিল্পরূপ কথাসাহিত্যের জন্ম। সেদিন নবগঠিত ইতিহাসের চালক ছিল বুর্জোয়ারা। স্বভাবতই উপন্যাসের নায়ক ভূমিকায় ছিল ইতিহাসের নায়ক বুর্জোয়া। তার পরিপার্শ্ব, ক্রিয়াকলাপ, প্রবৃত্তি ছিল উপন্যাসের বিষয়বস্তু। সম্পদসন্ধানী রবিনসন ক্রুশোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল প্রথম লগ্নের প্রামাণ্য উপন্যাস। বুর্জোয়া আগ্রাসনে জলে-স্থলে-আকাশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তৎপরতার বিপরীত প্রান্তে ভুসো-কালি-মাখা ঝুপড়িবাসী সহাবস্থান করল। স্থান-কালে সাবয়ব হল বাস্তব প্রেক্ষিত, বাস্তববাদে লেখা হল জীবন-সামর্থ্যের নিরাভরণ কাহিনি।

ধনবাদ ক্রমাগত স্ফীত হতে শুরু করল। পুঁজির থাবা বিস্তারে ধনবাদের সম্প্রসারণে সমতার ফানুস চুপসে পুঁজির আগ্রাসী চরিত্র প্রকাশ হতে লাগল। ভাবাদর্শের এবং দৈনন্দিন প্রাত্যহিকতার জগতে দেখা দিতে থাকল এক প্রবল বিক্ষোভ, প্রতিক্রিয়া। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ক্রমাগত বিদ্রোহ, বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল ইউরোপ। ফরাসি দেশে লিওন বিদ্রোহ, জুন উত্থানের পাশাপাশি ইংল্যান্ডে চার্টিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটল। ক্ষুব্ধ এই সময়ে বুর্জোয়া ও হতদরিদ্র জনসাধারণের দ্বন্দ্ব তীব্র হল, অব্যবহিত পূর্বে ঘোষিত মৈত্রীর ঘোষণাকে প্রতারণা মনে হল। বুর্জোয়া জৌলুস ও অনির্মোচনীয় অন্ধকার কথাসাহিত্যে পাশাপাশি অবস্থান করতে থাকল। দেখা গেল, ডিকেন্স, জোলার লেখায় শোষক বুর্জোয়া ও হৃতসর্বস্ব জনসাধারণের সহাবস্থান। শিল্পীর স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ করল ধনবাদ। অন্তঃসারশূন্য, রোগগ্রস্ত বুর্জোয়াকে ব্যবচ্ছেদের কারণে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত কথাসাহিত্যিক ফ্লবেয়ারকে দাঁড়াতে হল বিচারালয়ে।

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মানবতাবাদী বুর্জোয়া ভাবাদর্শের, ফরাসি বিপ্লব উত্থিত